পিসির ঝুটঝামেলা

ট্রাবলশুটার টিম

সমস্যা : আমি আমার কমপিউটারের বায়োসে যেতে পারছি না। পিসি স্টার্ট হওয়ার সময় ডেল+এফ২ চাপলেও বায়োস খোলে না। উইন্ডোজ লোড হয়। আমার কমপিউটারের সমস্যা মূলত উইন্ডোজে। আমি সি ড্রাইভ ফরমেট দিয়ে উইন্ডোজ সেটআপ দিলেও উইন্ডোজ ইনস্টলের পর দুটো উইন্ডোজ হয়ে যায়। একটা অ্যানাবল ও আরেকটা ডিজ্যাবল থাকে। আমি এ সমস্যা থেকে কিভাবে মুক্তি পেতে পারি? আমাকে কি নতুন করে উইন্ডোজ সেটআপ দিতে হবে? যদি দিতে হয় তাহলে কিভাবে দিলে এ সমস্যার সমাধান হবে, তা জানাবেন। আমার পিসির কনফিগারেশন– ২.৭ গিগাহার্টজের প্রসেসর, বায়োস্টার জি-৪১ মাদারবোর্ড, ১ গিগাবাইট র‍্যাম। আমি পিসিতে সাধারণ কাজকর্ম করি, তেমন ভারি কোনো কাজ করি না।

–রুবেল

সমাধান : বায়োসে ঢোকার জন্য শুধু এফ২ বা ডেল চাপতে হয় (একেক পিসিতে একেক রকম)। দুটো একসাথে চাপার দরকার নেই। আপনার পিসিতে শুধু ডেল দিয়ে বায়োসে ঢোকে নাকি এফ২ দিয়ে বায়োসে ঢোকে, তা দেখে নিন। শুধু এ দুটি কি বায়োসে ঢোকার জন্য ব্যবহার করা হয় তা নয়। আরও কয়েকটি কি ব্যবহার করা হয় যেমন– এফ১, এস্কেপ ও এফ১০। তাই আগের দুটিতে কাজ না হলে বাকিগুলো দিয়েও বায়োসে ঢোকার চেষ্টা করুন। উইন্ডোজ সেটআপ দেয়ার সময় ঠিকভাবে কমান্ডগুলো মেনে না চলার কারণে আপনি দুটো উইন্ডোজ দেখতে পারছেন। উইন্ডোজ এক্সপির ফ্রেশ কপি কিভাবে ইনস্টল করতে হয় তা ইন্টারনেটে সার্চ করে দেখে নিন বা কমপিউটার জগৎ-এর ওয়েবসাইটে সার্চ করে দেখুন সেখানে বাংলায় পেয়ে যাবেন কিভাবে এক্সপি ইনস্টল করতে হয়। প্রতিটি ধাপ ভালোভাবে পড়ে ও বুঝে তারপর এগিয়ে যান। তাহলে আর এ সমস্যা থাকবে না। সি ড্রাইভ ভালোভাবে ফরমেট করে নিতে হবে উইন্ডোজ সেটআপের সময়। ক্যুইক ফরমেটের বদলে নরমাল ফরমেট ব্যবহার করুন। আরও ১ গিগাবাইট র‍্যাম লাগিয়ে পিসিতে উইন্ডোজ সেভেন ব্যবহার করা শুরু করতে পারেন।

সমস্যা : আমার কমপিউটারের কনফিগারেশন– ইন্টেল পেন্টিয়াম ডুয়াল কোর ই৫২০০ ২.৫ গিগাহার্টজ প্রসেসর, ইন্টেল অরিজিনাল ডিজি৩৫ইসি মাদারবোর্ড, ৮০০ মেগাহার্টজ ডিডিআর২ ২ গিগাবাইট র‍্যাম, পাওয়ার সাপ্লাই ৪০০ ওয়াট (ক্যাসিংয়ের সাথে ছিল), স্যামসাং সিঙ্কমাস্টার ৭২০এম মনিটর (১২৮০ বাই ১০২৪ রেজ্যুলেশন)। আমি যদি গিগাবাইট/এমএসআই এনভিডিয়া জিফোর্স জিটিএক্স ৫৬০টিআই বা এমএসআই/স্যাফায়ার এএমডি রাডেওন এইচডি৬৮৫০ কমপিউটারে লাগাতে চাই, তবে তা সাপোর্ট করবে? আমি গ্রাফিক্সকার্ডের সাথে পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিটও আপগ্রেড করব। থার্মাল্টেক, অ্যাডাটা, এক্সএফএক্স বা ডেলটা ব্র্যান্ডের ৫০০-৫৫০ ওয়াট ক্ষমতার পিএসইউ কিনব। এ কনফিগারেশনে আমি কতটুকু ভালো পারফরম্যান্স আশা করতে পারি। আমি এ পিসিতে নতুন গেমগুলো যেমন– ক্রাইসিস২, ব্যাটলফিল্ড ৩, কল অব ডিউটি, মডার্ন ওয়ারফেয়ার৩, ফিফা ১২, মাস ইফেক্ট ৩, এনএফএস দ্য রান, ডেভস ইএক্স হিউম্যান রেভ্যুলেশন ইত্যাদি গেম মিডিয়াম বা হাই ডিটেইলসে খেলতে চাই। এগুলো কি চালানো যাবে?

–সাইফ মোহাম্মাদ রিয়াসাত, খুলনা

সমাধান : নতুন গেমগুলো খেলার জন্য পিসির কনফিগারেশন যথেষ্ট নয়। মাদারবোর্ড আপগ্রেড করে ইন্টেল কোর আই ফাইভ বা এএমডি ফেনম ২ এক্স ফোর বা সিক্স সিরিজের প্রসেসর, ৪ গিগাবাইট ডিডিআর৩ র‍্যাম, ভালোমানের গ্রাফিক্সকার্ড ও প্রয়োজনমতো পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট লাগালে নতুন গেমগুলো ভালোভাবে খেলার উপযুক্ত হবে। তবে এখন যে কনফিগারেশন বানাতে চাচ্ছেন গ্রাফিক্সকার্ড ও পাওয়ার সাপ্লাই আপগ্রেড করে ব্যবহার করতে পারেন। এর সাথে র‍্যাম আপগ্রেড করে ৪ গিগাবাইট করে নিলেও লো বা মিডিয়াম ডিটেইলসে গেমগুলো চালাতে পারবেন। এখন যে মাদারবোর্ড আছে, তা গ্রাফিক্সকার্ড সাপোর্ট করবে ঠিকই, তবে গ্রাফিক্সকার্ডের পরিপূর্ণ সাপোর্ট পেতে মাদারবোর্ড আপগ্রেড করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট ৬৫০ ওয়াট নিলে ভালো হয়। তবে বিদ্যুৎ বিলের কথা চিন্তা করলে ৫০০ ওয়াটে থাকাটাই মঙ্গলজনক। হাই ডিটেইলসে গেমগুলো খেলতে চাইলে পুরো পিসি আপগ্রেড করাটা ভালো হবে। গ্রাফিক্সকার্ড ভালোমানের, তাই গেমগুলো ভালোভাবেই চলতে পারে, কিন্তু সিস্টেমের ওপরে বেশ চাপ পড়বে। আপাতত গ্রাফিক্সকার্ড, পাওয়ার সাপ্লাই ও র‍্যাম আপগ্রেড করে নিন। পরে সুযোগ বুঝে মাদারবোর্ড ও প্রসেসর বদলে নিতে পারবেন। সে ক্ষেত্রে র‍্যামও আপগ্রেড করতে হবে, কারণ নতুন মাদারবোর্ড ডিডিআর২ সাপোর্ট করবে না। এ কনফিগারেশনে গেমিং পারফরম্যান্স মোটামুটি ভালো হবে বলা যায়। কারণ সব গেমের রিকোয়ারমেন্ট এক নয়। কিছু গেম হাই ডিটেইলসে খেলতে পারবেন কোনো সমস্যা ছাড়াই। আবার কিছু গেম আটকাবে বা স্লো চলতে পারে হাই ডিটেইলসে, তাই তা লো বা মিডিয়াম ডিটেইলসে চালাতে হবে।

সমস্যা : আমার পিসির কনফিগারেশন– ইন্টেল কোর আই থ্রি ৫৪০ ৩.০৬ গিগাহার্টজ প্রসেসর, ইন্টেল ডিএইচ৫৫পিজে মাদারবোর্ড, ২ গিগাবাইট ডিডিআর৩ র‍্যাম ও ৫০০ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক। আমার পিসির কেসিংয়ের পাওয়ার সাপ্লাইয়ের গায়ে লেখা ৪৫০ ওয়াট এবং তার নিচে লেখা ম্যাক্সিমাম পাওয়ার আউটপুট ৩৭৫ ওয়াট। এখন আমি গেম খেলার জন্য একটা গ্রাফিক্সকার্ড কিনতে চাচ্ছি। আমার পিসির কনফিগারেশন অনুযায়ী গ্রাফিক্সকার্ড কিনতে চাইলে সবচেয়ে কম মূল্যের মধ্যে কোন গ্রাফিক্সকার্ড কিনব। আমি ৪ গিগাবাইট র‍্যাম লাগাতে চাচ্ছি। এ ক্ষেত্রে কোন মডেলের র‍্যাম কিনব এবং এর দাম কত হবে সেটি জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

–নিয়াজ মোরশেদ নাঈম

সমাধান : নতুন গ্রাফিক্সকার্ড লাগালে পাওয়ার সাপ্লাই অবশ্যই বদলাতে হবে। কারণ ক্যাসিংয়ের সাথে দেয়া পাওয়ার সাপ্লাইটি ভালো কাজ করতে পারবে না। পিসির কনফিগারেশন গেমিং পিসি হিসেবে অত উন্নত না হলেও মাঝারি মানের গেমিং পিসি বানানো যাবে যদি গ্রাফিক্সকার্ড, পাওয়ার সাপ্লাই ও র‍্যাম আপগ্রেড করে নেন। খরচ একটু বেশি হলেও ভালোমানের গ্রাফিক্সকার্ড কেনাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। এ ক্ষেত্রে আপনার আপগ্রেড করার বাজেটটা উল্লেখ করলে ভালো হতো। মাঝারি গেমিংয়ের জন্য ভালোমানের গ্রাফিক্সকার্ড কেনার বাজেট ১০ হাজারের মতো হতে হবে। গ্রাফিক্সকার্ডের সাথে ৫০০-৬৫০ ওয়াটের মানসম্পন্ন পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট ও ১৬০০-১৮৬৬ মেগাহার্টজ বাসস্পিডের ৪-৮ গিগাবাইট র‍্যাম থাকা উচিত। কম দামে ভালোমানের গ্রাফিক্সকার্ড হিসেবে এনভিডিয়া জিফোর্স জিটিএক্স ৫৫০টিআই বা এএমডি র‍্যাডেওন এইচডি৬৭৭০ গ্রাফিক্সকার্ডটি কিনতে পারেন। দাম পড়বে ১০-১২ হাজার টাকা। এরচেয়েও কম মূল্যে কয়েকটি গ্রাফিক্সকার্ড রয়েছে, তবে সেসব মডেল বাজারে আছে কি না তা সঠিক বলতে পারছি না। ৫-৭ হাজার টাকার মধ্যেও মোটামুটি মানের গ্রাফিক্সকার্ড পাওয়া যায়, যা দিয়ে এখনকার গেমগুলো লো বা মিডিয়াম ডিটেইলসে চালানো যাবে। র‍্যাম হিসেবে টুইনমস, টুইস্টার ১৬০০ বা ১৮৬৬ মেগাহার্টজ বাসস্পিডের ডিডিআর৩ র‍্যাম বা অ্যাডাটার ১৮৬৬ মেগাহার্টজ গতির হাই পারফরম্যান্স গেমিং র‍্যাম কিনতে পারেন। ৪ গিগাবাইট র‍্যামের দাম ৫ হাজার টাকার মতো পড়তে পারে। পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিটের দাম ৪-৭ হাজার টাকার মতো পড়বে। গেমিং পিসি হিসেবে নিজের পিসিটিকে আপগ্রেড করার জন্য বাজেট ২০ হাজারের কিছু বেশি পড়তে পারে। ৪ গিগাবাইট বা ৮ গিগাবাইট, মোট কথা ৪ গিগাবাইট বা তার বেশি র‍্যাম ব্যবহার করলে ৬৪ বিট অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করতে হবে, তা না হলে ৩ গিগাবাইটের বেশি র‍্যাম সাপোর্ট পাবেন না।

সমস্যা : আমি যখন ইন্টারনেট ব্যবহার করি, তখন থেকে কমপিউটার চলাকালীন একটি আইকন দেখায়, যার ওপরে নিলে দেখায় উইন্ডোজ ইজ লোডিং। শাটডাউন করার আগে দেখায় উইন্ডোজ কম্পোনেন্ট ইনস্টল হচ্ছে পাওয়ার অফ যাতে না ▸

পিসির ঝুটঝামেলা

ট্রাবলশুটার টিম

করি। কিছুদিন পর মনিটরের নিচের দিকে ডান পাশে একটি মেসেজ আসে যাতে লেখা 'You may be a victim of software counterfeiting, this copy of windows did not pass genuine windows validation.' তারপর থেকে উইন্ডোজের ওয়ালপেপার কালো হয়ে আছে এবং কিছু সময় শাটডাউন দিলে ঠিকমতো শাটডাউন হয় না। উইন্ডোজ এক্সপি থেকে প্রফেশনাল এক্সপি কি ভালো। এমতাবস্থায় আমি কী করতে পারি। –জনি রহমান

সমাধান : আপনি যে উইন্ডোজ কপিটি ব্যবহার করছেন তা পাইরেটেড, তাই ইন্টারনেট কানেকশন অন করা থাকার সময় তা অনলাইনে চেক করে নিয়েছে তা জেনুইন কি না। যখন মাইক্রোসফট শনাক্ত করতে পেরেছে যে আপনার উইন্ডোজটি জেনুইন নয়, তখনই তারা আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছে। এ ব্যাপারটি রোধ করার লক্ষ্যে ভালোমানের উইন্ডোজ সিডি ব্যবহার করুন, যা মোডিফাইড ভার্সন নয়। বাজারে আজকাল উইন্ডোজ এক্সপির অনেক ভার্সন পাওয়া যায় যেমন– গেমিং ভার্সন, ব্ল্যাক ভার্সন, কার্বন ভার্সন ইত্যাদি। এগুলো থেকে দূরে থাকুন। ভালো দেখে একটি উইন্ডোজ এক্সপি প্রফেশনাল বা হোম এডিশনের সিডি সংগ্রহ করুন এবং তা যত্ন সহকারে সংগ্রহ করুন। এক্সপির সবচেয়ে নতুন আপডেটটি সার্ভিস প্যাক থ্রি। তাই সে ভার্সন কেনাটাই ভালো হবে। নতুন করে উইন্ডোজ ইনস্টল করে ইন্টারনেট কানেকশন দেয়ার আগে অটোমেটিক আপডেট অপশন বন্ধ করে দিন। আপডেট অপশনটি বন্ধ করে দিলে তা চেক করা হবে না, তাই এক্সপিটি ঠিকমতো কাজ করবে। কন্ট্রোল প্যানেলে গিয়ে উইন্ডোজ আপডেট নামের অপশন খুঁজলেই তা পেয়ে যাবেন। উইন্ডোজ ফায়ারওয়াল অন করে রাখুন। এতে পিসি নিরাপদ থাকবে। ভালোমানের অ্যান্টিভাইরাস ব্যবহার করুন এবং বেশি সফটওয়্যার ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন।

সমস্যা : আমি নকিয়া ২৭০০ ক্লাসিক ফোন দিয়ে পিসিতে ইন্টারনেট চালাই। আমি রবি অথবা গ্রামীণফোনের ভলিউমভিত্তিক ইন্টারনেট ব্যবহার করি। যেহেতু ভলিউমভিত্তিক প্যাক, তাই পুরো মাস ব্যবহার করার জন্য প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট ভলিউম পরিমাণ ব্যবহার করি। তা নাহলে ভলিউম শেষ হয়ে যায় এবং পুরো মাস চালানো সম্ভব হয় না। এমন কোনো সফটওয়্যার নেই, যা দিয়ে আমি দেখতে পারব কতটুকু ডাউনলোড বা আপলোড করেছি। সেই সাথে সফটওয়্যার দিয়ে নির্দিষ্ট করে দিতে পারব দৈনিক কতটুকু আপলোড বা ডাউনলোড করব। নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি দিনে ব্যবহার করলে সফটওয়্যারটি স্বয়ংক্রিয়ভাবেইন্টারনেট লাইন বিচ্ছিন্ন করে দেবে। এমন কোনো সফটওয়্যার থাকলে তার নাম এবং কোন সাইট থেকে পাওয়া যাবে তা জানালে উপকৃত হব। আমি উইন্ডোজ সেভেন ৬৪ বিট অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করছি। –আসিফ হোসেন

সমাধান : দিনে কতটুকু আপলোড বা ডাউনলোড করলেন তার হিসাব রাখার জন্য একটি সফটওয়্যার রয়েছে, যার নাম DU Meter। ডিইউ মিটার দিয়ে ইন্টারনেটের স্পিড ও দিন-সপ্তাহ-মাস হিসাবে আপনার আপলোড ও ডাউনলোডের হিস্টোরি জানা যাবে। সফটওয়্যার দিয়ে ডাউনলোড বা আপলোড লিমিট করে দেয়ার মতো সফটওয়্যারের ব্যাপারে সঠিক বলতে পারছি না। এটি আপনার নিজেকেই হিসাব করে খরচ করতে হবে। ডাটা ভলিউম কিছুটা কমানোর জন্য ফায়ারফক্স ব্রাউজারের সাথে অ্যাডব্লক অ্যাড-অনস ব্যবহার করে ওয়েবসাইটের অ্যাডগুলো ব্লক করে কিছুটা ডাটা সেভ করতে পারেন।

সমস্যা : আমি গত কয়েক মাস আগে আমার কিছু প্রয়োজনীয় ফাইল ডিভিডিতে রাইট করে রেখেছিলাম। আমার ডিভিডি রম নষ্ট হয়ে যাওয়াতে আমি নতুন ডিভিডি রম কিনেছি। এখন আমার নতুন ডিভিডি রমে ডিভিডিগুলোতে কোনো ফাইল শো করছে না, কিন্তু ডিভিডিগুলো ডিভিডি রম পরিবর্তনের আগে একদম ঠিক ছিল। আমি মোজার বেয়ার ডিভিডি ব্যবহার করি। আমার আগের ও বর্তমান উভয় রমই স্যামসাং ব্র্যান্ডের। আমি সিরো ৬.৩ আল্ট্রা দিয়ে ডাটা মোডে ডিভিডিগুলো রাইট করেছিলাম। এখন আমার প্রশ্ন, আমি কিভাবে আমার ডাটাগুলো উদ্ধার করতে পারি। সাহায্য করলে খুবই উপকার হবে। আমার অনেক প্রয়োজনীয় ফাইল এবং ডিজাইন ডিভিডিগুলোতে রাইট করেছিলাম। উল্লেখ্য, আমার নতুন রমে অন্যান্য সিডি এবং ডিভিডি ঠিকমতোই চলছে। রমে কোনো সমস্যা নেই।

–সিভ খান

সমাধান : মনে হচ্ছে ড্রাইভের কম্প্যাটিবল মিডিয়া ফরমেটের মধ্যে আপনার রাইট করা ডিভিডিগুলো পড়ে না বলে তা পাচ্ছে না। ড্রাইভের কম্প্যাটিবল মিডিয়া সাপোর্ট বাড়ানোর জন্য রমের ড্রাইভার বা ফার্মওয়্যার আপডেট করুন। আপনার কেনা অপটিক্যাল ড্রাইভটি ডিভিডি-রম নাকি ডিভিডি-রাইটার। আপনি উল্লেখ করেছেন রম হিসেবে। তবে কি অন্য কারও থেকে ডিভিডিগুলো রাইট করে এনেছিলেন। আমি ধরে নিচ্ছি তাই ঘটেছে। রাইটারের মিডিয়া ফরমেট সাপোর্ট অনেক ভালো, তাই তা রমের চেয়ে বেশি ধরনের ডিস্ক সাপোর্ট করতে পারে। আপনি কোন অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করছেন তা উল্লেখ করলে ভালো হতো। ড্রাইভের ওপরে রাইট ক্লিক করে প্রোপার্টিজ থেকে হার্ডওয়্যার ট্যাবে গিয়ে সেখানকার লিস্ট থেকে ড্রাইভটি সিলেক্ট করে প্রোপার্টিজ বাটনে ক্লিক করলে ড্রাইভার আপডেট করার অপশন পাবেন। এভাবে আপডেট করতে ব্যর্থ হলে রমের মডেল নাম্বার ও ব্র্যান্ড উল্লেখ করে ইন্টারনেটে সার্চ করে দেখুন তার ফার্মওয়্যার পেয়ে যাবেন। এতেও কোনো সমাধান না হলে ডিভিডি-রাইটার কিনে নিতে পারেন।

সমস্যা : আমার কমপিউটারের কনফিগারেশন– ইন্টেল ডুয়াল কোর ২.৬ গিগাহার্টজ প্রসেসর, ইন্টেল জিজি৪১আরকিউ মাদারবোর্ড, ডাইনেট ২ গিগাবাইট ডিডিআর২ র‌্যাম, ৩২০ গিগাবাইট স্যামসাং সাটা হার্ডডিস্ক। গ্রাফিক্সকার্ড আসুস ২১০ সাইলেন্ট ও তিশন ক্যাসিং। পিসিটি তিন বছর আগে কেনা। আমার সমস্যা হচ্ছে, যেসব গেম চ্যান্টার ভাগ করা সেসব গেমের চ্যান্টার সাতে গিয়ে গেমে সমস্যা দেখা দেয়। গেম হ্যাং করে বা গেম থেকে বেরিয়ে আসে। মাফিয়া ২-তে চ্যান্টার সেভেনে গাড়িতে চড়লে তা ক্রোজ হয়ে যায়, ট্রাপফরমার ওয়ার ফর সাইবারট্রনে চ্যান্টার সেভেন আসে না, ডেড স্পেস ২-তে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় গেলে গেম বন্ধ হয়ে যায়, ব্যাটম্যান আর্কহাম সিটি এবং কল অব ডিউটি ব্ল্যাক অপসে কমপিউটার হ্যাং হয়ে যায়। তবে আমার গেমের ডিস্কগুলো অন্যদের পিসিতে ঠিকমতো কাজ করে। আমি গ্রাফিক্সকার্ড এবং উইন্ডোজ বদল করেও দেখেছি। এনভিডিয়া গ্রাফিক্স ড্রাইভারও নিয়মিত আপডেট রাখি। তাহলে সমস্যাটা কোথায়।

–নাজমুল সজিব, টঙ্গী

সমাধান : ডিরেক্টএক্স ভার্সনের কারণে এ ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। পিসির কনফিগারেশন ঠিকই আছে, তবে গ্রাফিক্সকার্ডটি গেমিং গ্রাফিক্সকার্ড হিসেবে বেশ দুর্বল। গ্রাফিক্সকার্ডের পিক্সেল শেডার নতুন গেম খেলার উপযোগী নয়, তাই এ ধরনের সমস্যা দেখা দিচ্ছে। পর্যাপ্ত পাওয়ার সাপ্লাই না পাওয়ার কারণে গেম খেলায় সমস্যা হতে পারে। তাই ভালোমানের একটি গ্রাফিক্সকার্ড ও সেই সাথে ৫০০-৬৫০ ওয়াটের একটি পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট কিনে নিন। গ্রাফিক্সকার্ডের ব্যাপারে ওপরে আলোচনা করা হয়েছে, তা পড়ে দেখে নিন। র‌্যাম আপগ্রেড করে নিলে ভালো গেমিং পারফরম্যান্স পাবেন। ৪ গিগাবাইট র‌্যাম ব্যবহার করলে অবশ্যই ৬৪ বিট অপারেটিং সিস্টেমে ব্যবহার করবেন।

jhutjhamela@comjagat.com

www.comjagat.com

'কমজগৎ ডট কম' বাংলা ভাষায় সবচেয়ে বড় ও তথ্যসমৃদ্ধ ওয়েব পোর্টাল। এতে মাসিক কমপিউটার জগৎ-এ প্রকাশিত সব তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটি বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক প্রথম ও বহুল প্রচারিত মাসিক পত্রিকা, যা ১৯৯১ সালের মে মাস থেকে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে।